২৯৭
28-1-৮৯

মঞ্জুর
28-1-৮৯

উপজেলা মৎস্য কার্যালয় , নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম -এর
১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ (১৫/৪/৮৩ হইতে
৩০/৬/৮৮) সনের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন ।

কুড়িগ্রাম জেলাধীন নাগেশ্বরী উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ (১৫/৪/৮৩ হইতে ৩০/৬/৮৮ পর্যন্ত) সনের হিসাব নিরীক্ষা ১৭/১০/৮৮ ইং তারিখে স্থানীয় ভাবে পরীক্ষামুলক নিরীক্ষা করা হয় । সর্বজনাব মোঃ আবদুস সোবহান এস,এ,এস, সুপার, এবং মোঃ লিয়াকত আলী পাটোয়ারী , অডিটর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সময়ের হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয় ।

ক) হিসাব ও প্রশাসন ঃ

নিম্নে লিখিত কর্মকর্তাগন পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হিসাব ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন ঃ-

১। জনাব মোঃ আবুল কাসেম , ভারপ্রাপ্ত , উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা , ১৫/৪/৮৩ হইতে ২৬/৭/৮৩ পর্যন্ত ।

২। জনাব প্রভাত কুমার ভৌমিক , ভারপ্রাপ্ত , উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা , ২৭/৭/৮৩ হইতে ২০/৫/৮৭ পর্যন্ত ।

৩। জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস আকন্দ , উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা , ২১/৫/৮৭ হইতে অদ্যাবধি ।

খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা ঃ

১৭/১০/৮৮ তারিখে স্থানীয় অফিস কর্মকর্তার সহিত সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

গ) অগ্রিম অনুচ্ছেদ ঃ

অত্র নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রনয়ন করা হয় নাই ।

ঘ) পূর্ববর্তী নিরীক্ষার বর্তমান অবস্থা ঃ

উপজেলা সৃষ্টির পর ~~হইতে~~ ইহাই প্রথম সরকারী নিরীক্ষা ।

অনুঃ-১। ১১,২৫৫/৫০ টাকা মুল্যে ক্রয়কৃত মনিহারী দ্রব্যের মজুদ হিসাব পাওয়া যায় নাই ঃ

=====================================

বি,এফ, আর-১৬৯ এবং বি,এফ,আর-১০০ এর নির্দেশ মোতাবেক সরকারী অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সংগে সংগে মজুদ বহিতে উত্তোলন করিয়া ইনডেন্ট এবং রিকুইজিশন সহ অফিসার-ইন-চার্জের পুর্ব অনুমোদন নিয়া সময়ে সময়ে মজুদ হইতে মালামাল ইস্যু করিতে হয়। কিন্তু বাগেশ্বরী উপজেলা মৎস্য কার্য্যালয়ের ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ সনের আনুসাংগিক খরচের হিসাব পরীক্ষামুলক নিরীক্ষা কালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন সময়ে অফিসের দৈনন্দিন কাজের জন্য খন্ড খন্ড সাব-ভাউচার মারফত মনিহারী দ্রব্যাদি খরিদ বাবত ১১,২৫৫/৫০ টাকা ব্যয় করা হয়। যাহার মজুদ ও বিতরন সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষায় পাওয়া যায় নাই। বিস্তারিত বিবরন পরিশিষ্ট "ক" তে দেওয়া হইল ঃ-

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " "হিসাব সংরক্ষন করা হইবে"।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারন, ক্রয়ের সাথে সাথেই মজুদ হিসাব সংরক্ষন করা উচিত ছিল।

সুতরাং, উল্লেখিত টাকার মনিহারী দ্রব্যাদির মজুদ হিসাব সংরক্ষন করিয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সহ অত্র অফিসকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

অনুঃ-২। মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় বাবত অনিয়মিত ভাবে টাকা ১১,৫০১/৮২ ব্যয় ঃ

================================

অর্থ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-এম,এফ(ইসি-১) ডিপি-২০/৮৩/২৪২, তাং-২৪/৯/৮৪ এর এনেক্সার "এ" এর ১৩ নং অনুচ্ছেদের (বি) এর ১নং উপ অনুচ্ছেদে মোতাবেক উপজেলা পর্য্যায়ের কর্মকর্তাগনের প্রত্যেক মাসে ১,০০০/= টাকার উর্দ্ধে মনিহারী দ্রব্যাদি খরিদ করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু স্থানীয় কার্য্যালয়ের ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ সনের আনুসাংগিক খরচের বিল/ভাউচার ও তৎসহ অন্যান্য কাগজ পত্র নিরীক্ষা কালে পরিলক্ষিত হয় যে, অফিসের বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিল/ভাউচার মুলে প্রত্যেক মাসেই ১,০০০/= টাকার উর্দ্ধ মুল্যের মনহারী দ্রব্যাদি খরিদ করা হইয়াছে। এই সকল সমর্থনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন অনুমোদন ও মঞ্জুরী গ্রহন না করিয়া স্থানীয় কর্মকর্তার ক্ষমতা বহির্ভুত ভাবে উক্ত ক্রয় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। বিবরন পরিশিষ্ট "খ" তে দেওয়া হইল।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " অফিসের জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় করা হইয়াছে " ।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে । কারন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বহির্ভূত ভাবে উল্লেখিত মালামাল খরিদ করা হইয়াছে ।

সুতরাং, মনিহারী দ্রব্যাদি খরিদ বাবত ব্যয়িত টাকা ১১,৫০১/৮২ টাকা -র ব্যয়োত্তর অনুমোদন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গ্রহন করিয়া উহার অনুলিপি নিরীক্ষা দপ্তরে প্রেরন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল ।

অনুঃ-৩। আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত বাবত টাকা ৩,৩৭০/= অনিয়মিত ভাবে ব্যয় ঃ
==============================

অর্থ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং- এম,এফ,(ইসি-১) ডিপি-২০/৮৩/২৪২ তাং- ২৪/৯/৮৪ এর এনেক্সার "এ" ১৩ নং অনুচ্ছেদের (বি) এর ২নং উপ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপজেলা পর্য্যায়ের কর্মকর্তাগনের আর্থিক ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, বাজেট বরাদ্দে যদি সংশ্লিষ্ট আসবাব পত্রের স্বপক্ষে বরাদ্দ থাকে তবে ১,০০০/= টাকার আসবাব পত্র ক্রয় এবং ৫০০/= টাকার মেরামত কাজ সম্পন্ন করা যাইবে । কিন্তু স্থানীয় কার্য্যালয়ের ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ সনের হিসাব নিরীক্ষা কালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিল নং- ৫/ তাং- ২৬/৬/৮৩ এর মাধ্যমে আসবাব পত্র ক্রয় বাবত হাসান ক্যাবিনেট ফার্ম, নাগেশ্বরীকে ২,১৭০/= টাকা এবং বিল নং-১২৯ , তাং- ১৮/৫/৮৭ এর মাধ্যমে আসবাব পত্র মেরামত বাবত ১,২০০/= টাকা সর্বমোট (২,১৭০/=+ ১,২০০/=)= ৩,৩৭০/= টাকা সংশ্লিষ্ট আসবাব পত্রের স্বপক্ষে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও আনুসাংগিক খাত হইতে পরিশোধ করা হয় , যাহা উক্ত বিধির সম্পূর্ন পরিপন্থী ।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " ভবিষ্যতে সরকারী নিয়ম পালন করা হইবে " ।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে । কারন, আনুসাংগিক খাতের টাকা হইতে সরকারী নিয়ম অমান্য করিয়া আসবাব পত্র ক্রয় এবং মেরামত করার ক্ষমতা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নাই ।

সুতরাং, আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামতের জন্য উল্লেখিত টাকা ৩,৩৭০/= অনিয়মিত ব্যয়ের ব্যয়োত্তর মন্জুরী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গ্রহন করিয়া অত্র নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল ।

(৪নং পাতায়)

অনুঃ-৪।　৫% হারে ব্যয় হ্রাস না করায় অনুসাংগিক খাতে ৫০০/= টাকা অতিরিক্ত ব্যয় ঃ

=====================================

অর্থ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/ বাউ-১/১-ই -১৬৫(১১)/৮৫/ ২৫৩(৭৫) তাং- ৫/১১/৮৫ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক সরকারী কার্য্যালয় কর্তৃক ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক সনে অনুসাংগিক খাতে বরাদ্দকৃত টাকার ৫% হারে ব্যয় হ্রাস করিয়া হ্রাসকৃত টাকা সমর্পন করিতে হইবে। কিন্তু উপজেলা মৎস্য কার্য্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম -এর ১৯৮৫-৮৬ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অনুসাংগিক খাতে ১৯৮৫-৮৬ সনে বরাদ্দকৃত ১০,০০০/= টাকাই বিভিন্ন বিল/ভাউচার মুলে সমুদয় টাকাই ব্যয় করা হইয়াছে। ফলে ৫% হারে ব্যয় হ্রাস না করায় (১০,০০০/=X৫% ÷১০০)= ৫০০/= টাকা অনুসাংগিক খাতে অতিরিক্ত ব্যয় করা হইয়াছে, যাহা উপরোক্ত সরকারী আদেশের সম্পুর্ন পরিপন্থী।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্হানীয় অফিস জানায় যে, " সার্কুলার না পাওয়ার জন্য ব্যয় হ্রাস করা হয় নাই "।

স্হানীয় অফিসের জবাব গ্রহন যোগ্য নহে। কারন, জবাব সাময়িক সমস্যাকে এড়ানো মুলক।

সুতরাং, এই ব্যাপারে দায় দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে অনুসাংগিক খাতে ব্যয়ীত অতিরিক্ত ৫০০/= টাকা আদায় করিয়া সরকারী যথাযথ খাতে জমাদান করতঃ চালানের সত্যায়িত অনুলিপি অত্র নিরীক্ষা অফিসে প্রেরন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

অনুঃ- ৫।　ক্যাশ বহি সংরক্ষনে অনিয়ম ঃ

====================

বি,টি,আর ১ম খন্ডের ৩১ এর ১,২, ৩ ধারা মোতাবেক প্রত্যেক সরকারী অফিস কর্তৃক ক্যাশ বহি আরম্ভের পুর্বে উহাতে পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রত্যয়ন পত্র সহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিল মারফত কোষাগার হইতে আহরিত অর্থের ক্যাশ বহির প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিপরীতে আহরন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করতঃ প্রতি মাসান্তে যোগ বিয়োগ যাচাই সহ সঠিকতার প্রত্যয়ন পত্র লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু উপজেলা মৎস্য কার্য্যালয় নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম এর ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্যাশ বহিতে আহরন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর নাই এবং কোন প্রকার প্রত্যয়ন পত্র ও নেওয়া হয় নাই, যাহা কোষাগার আইনের সম্পুর্ন পরিপন্থী।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্হানীয় অফিস জানায় যে, " ভবিষ্যতে সরকারী নিয়ম পালন করা হইবে "।

(৫ নং পাতায়)

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে । কারন, এই ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ছিল । ।

সুতরাং, সত্বর সরকারী নির্দেশ মোতাবেক ক্যাশ বহি সংরক্ষন পূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সহ অত্র নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল ।

অনুঃ-৬। পোষাক ক্রয় বাবত টাকা ১,০৪৯/৫০ অনিয়মিত ভাবে ব্যয় ঃ

==========================

উপজেলা মৎস্য কার্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম -এর ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৭-৮৮ সনের আনুসাংগিক খরচের হিসাব নিরীক্ষা কালে পরিলক্ষিত হয় যে, ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীর জন্য পোষাক ক্রয়ের খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না পাইয়া আনুসাংগিক খাত হইতে কোন দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে পোষাক ক্রয় বাবত বিল নং-৩৯,৪০,৪১/ তাং- ২৬/৬/৮৬ এর মাধ্যমে ১,০৪৯/৫০ টাকা মোঃ পিয়ার আলী,'কে পরিশোধ করা হয় । ক্রয় কৃত পোষাকের কোন মজুদ হিসাব ও কাহাকে পোষাক প্রদান করা হইয়াছে এতদ সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায় নাই ।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, " আনুসাংগিক খাত হইতে ব্যয় করার সার্কুলার রহিয়াছে । তবে ভবিষ্যতে সরকারী নিয়ম পালন করা হইবে " ।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে । কারন, আনুসাংগিক খাত হইতে ব্যয় করার কোন সার্কুলার এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায় নাই ।

সুতরাং, অনিয়মিত ভাবে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ দায় দায়িত্ব নির্দ্ধারন পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিগনের নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী যথাযথ খাতে জমাদান করিয়া চালানের সত্যায়িত কপি অত্র নিরীক্ষা অফিসে প্রেরন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল ।

(এ, বি, এম, আবদুল খালেক)
উপ- পরিচালক
এল, এ, বি সেক্টর ।

/হিমাংশু/

৩৭৬

স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব-নিরীক্ষা
পরিচালকের অফিস
বাংলাদেশ, ঢাকা।
=============

স্মারক নং- ২৬৭০/এল,এ,বি/উঃজেঃ/অডিট/৮৮০ তারিখঃ ১৫/৯/৮৯ইং
২/১০/৯৬ বাং

বরাবর,

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্রডশীট জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার
এল,এ,বি-৫ শাখা।

স্মারক নং- ২৬৭০/এল,এ,বি/উঃজেঃ/অডিট/ তারিখঃ / / ইং
/ / বাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :-

১। সিভিল সার্জন অফিসার, কুড়িগ্রাম।

আলোচ্য অনুলিপি প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে ইহার ব্রডশীট জবাব স্থানীয় কার্যালয় হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মন্তব্যসহ অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

২। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ২/৩ আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা।

৩। সচিব, ~~স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (মূল্যায়ন ও মনিটরিং সেল)~~ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪।

৫।

নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার
এল,এ,বি-৫ শাখা।

গন্ধী